[২০১৯] ২ এস. সি. আর. ৬৯২

রেজিস্ট্রার জেনারেলের মাধ্যমে ত্রিপুরার উচ্চ আদালত

বনাম

তীর্থ সারথি মুখার্জি ও অন্যান্য

(দেওয়ানি আপিল নং ১২৬৪ সাল ২০১৯)

ফেব্রুয়ারি ০৬,২০১৯

[অশোক ভূষণ ও কে. এম. জোসেপ, বিচারপতিদ্বয়]

বিচার বিভাগীয় পরিষেবা – ত্রিপুরা বিচার বিভাগীয় পরিষেবা – উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন – ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং পুনর্মূল্যায়ন চেয়ে প্রথম প্রতিবাদী কর্তৃক দাখিলকৃত রিট আবেদন উচ্চ আদালত কর্তৃক খারিজ – সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চতম আদালত কর্তৃক বিশেষ অনুমতি পিটিশন (এসএলপি) খারিজ – এর ৫ বছর পর, রিট আবেদন খারিজের বিরুদ্ধে একটি পর্যালোচনা আবেদন দাখিল করা হয়, যা উচ্চ আদালত মঞ্জুর করেন – বর্তমান মামলায়, আপিলকারী যুক্তি দেন যে, প্রার্থীকে পুনর্মূল্যায়নের অধিকার দেয় এমন কোনো বিধান না থাকলে পুনর্মূল্যায়নের দাবি করার কোনো অধিকার নেই এবং পর্যালোচনা আবেদনটি দাখিলের ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্ব হয়েছে – রায়: কোনো বিধানের অনুপস্থিতিতে, আদালতের সাধারণত পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয় – আদালত পুনর্মূল্যায়নের অনুমতি দিতে পারেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কেবল তখনই যখন কোনো অনুমানমূলক যুক্তি বা যুক্তিকরণ প্রক্রিয়া ছাড়াই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনো বস্তুগত ভুল প্রমাণিত হয় এবং তা কেবল বিরল বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য – বর্তমান মামলায়, বিশেষ অনুমতি পিটিশন খারিজ হওয়ার ৫ বছর পর উচ্চ আদালতে পর্যালোচনা আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল – এছাড়াও, এর মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটেছে – যখন প্রথম প্রতিবাদী প্রায় ৫ বছর বিলম্ব করে আদালতের শরণাপন্ন হন এবং পরবর্তী ঘটনাবলি তাঁকে ও আদালতকে অতিক্রম করে যায়, তখন এই মামলাটিকে বিরল বা ব্যতিক্রমী মামলা হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নাও হতে পারে – উচ্চ আদালতের পর্যালোচনা আবেদনটি মঞ্জুর করা উচিত হয়নি – বিলম্ব/শিথিলতা – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ২২৬।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলেঃ ১. কোনো পুনর্মূল্যায়নের জন্য বিধান না থাকলে পুনর্মূল্যায়ন চাওয়ার বা দাবি করার কোনো আইনগত অধিকার নেই। নিঃসন্দেহে, কোনো বিধান নেই। প্রকৃতপক্ষে, উচ্চ আদালতও আপত্তিকর রায়ে এই ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল, যদি কোনো বিধান না থাকে, তাহলে কি আদালতগুলো

সংবিধানের ধারা ২২৬-এর অধীনে তাদের এখতিয়ারে পুনর্মূল্যায়ন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে? এটি সত্য যে, মান্ডামাস রিটের অধিকার আইনগত অধিকার এবং সেই সম্পর্কিত দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে, যেটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক পাবলিক ডিউটি পূরণের জন্য পালন করতে হয়। তাই, স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে, এটি স্পষ্ট যে প্রথম প্রতিপক্ষ পুনর্মূল্যায়ন করার দাবি নিয়ে রিট পিটিশন বা রিভিউ পিটিশন রক্ষা করতে পারে না। [আনুচ্ছেদ ১৮] [৭০১-আইচ; ৭০২-এ-বি]

২. প্রশ্নটি অবশ্য উত্থাপিত হয় যে, অধিকার হিসাবে পুনর্মূল্যায়নের দাবি করার কোনও আইনি অধিকার না থাকলেও কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যা আদালতকে কোনও সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনও রিট আবেদনকারীর প্রতি গুরুতর অবিচার ঘটতে পারে। মামলাটি দেখা দিতে পারে যেখানে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান না থাকলেও এটি প্রমাণিত হয় যে সঠিক উত্তর দেওয়ার পরেও কোনও নম্বর দেওয়া হয় না। সন্দেহ নেই যে এটি এমন একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যেখানে উত্তরের সঠিকতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। উপরন্তু, যদি কোনও সন্দেহ থাকে তবে সন্দেহটি প্রার্থীর পক্ষে না হয়ে পরীক্ষা সংস্থার পক্ষে সমাধান করা উচিত। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যাপক ক্ষমতা অব্যাহত থাকতে পারে, যদিও এমন কোনও পরিস্থিতিতে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান নেই যেখানে কোনও প্রার্থী সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও এবং যে বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহও থাকতে পারে না, তাকে ভুল উত্তর দেওয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ফলস্বরূপ প্রার্থীকে কোনও নম্বরের অধিকারী বলে মনে করা হয়। [আনুচ্ছেদ ১৯][৭০২-সি-ই]

৩. কোনও বিধানের অভাবে আদালতকে আন্তরিকভাবে পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, রিট পিটিশনটি ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পুনর্মূল্যায়নের জন্য দায়ের করা হয়েছিল। রিট পিটিশনটি ২০১২ সালে হাইকোর্টের দ্বারা খারিজ হয়ে যায়। বিশেষ অনুমতি আবেদনটি ২০১৩ সালে খারিজ হয়ে যায়। পুনর্বিবেচনার আবেদনটি প্রায় ৫ বছর পরে দায়ের করা হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে, নতুন নির্বাচনের আকারে তত্ত্বাবধানমূলক উন্নয়ন ছিল। যদিও এটি সত্য হতে পারে যে পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করার ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আদালত যেখানে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা পরবর্তী উন্নয়ন এবং সময়ের প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়ে। [আনুচ্ছেদ ২১ এবং ২২] [৭০২-এইচ; ৭০৩-এ-বি]

৪. আদালত পুনর্বিবেচনার অনুমতি কেবল তখনই দিতে পারে যদি এটি কোনও যুক্তির অনুমানমূলক প্রক্রিয়া ছাড়াই বা যৌক্তিককরণের প্রক্রিয়া দ্বারা খুব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় এবং কেবলমাত্র বিরল বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বস্তুগত ত্রুটি সংঘটিত হয়। মামলাটিকে একটি বিরল বা ব্যতিক্রমী মামলা হিসাবে চিহ্নিত করা সঠিক নাও হতে পারে যখন প্রথম প্রতিপক্ষ প্রায় ৫ বছর বিলম্বের সাথে আদালতের কাছে যান পরবর্তী ঘটনাগুলি তাকে এবং আদালতকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। এই দিকটি হাইকোর্ট দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রশংসা করা হয়নি। পর্যালোচনা, এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে মূল বিষয়টির পুনরায় শুনানি নয়। একটি পর্যালোচনা কেবল কোনও স্পষ্ট ত্রুটির খুব বেশি বিতর্ক ছাড়াই সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করবে। এখানেই এই আদালতকে অবশ্যই শুধুমাত্র পরীক্ষার তৃতীয় অংশে প্রশ্ন সম্পর্কিত আপিলকারীর যুক্তিটি লক্ষ্য করতে হবে, আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে কারণ প্রথম প্রতিপক্ষ শুধুমাত্র হাইকোর্টের সামনে এই দিকটি চাপ দিয়েছিলেন। রিট পিটিশনে হাইকোর্টের রায় আপিলকারীর এই জমা দেওয়ার পক্ষে বলে মনে হয়। তৃতীয় পত্রের মূল্যায়নে অসঙ্গতি সম্পর্কিত বিষয়টি রায়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিকে এই আদালত বিচলিত করেনি। তা সত্ত্বেও বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্ট প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের প্রশ্ন সম্পর্কিত আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনটি বিবেচনা করতে এগিয়ে গেছে এবং প্রায় ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও তা মঞ্জুর করেছে। বর্তমান আপিলের অনুমতি দেওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট। এই আদালত এই ভিত্তিতে তার উপসংহারে বিশ্রাম দিতে চায় যে পুনর্বিবেচনার বিধান এবং ইতিমধ্যে নির্ধারিত তথ্য এবং উল্লিখিত কারণগুলির দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের সাথে সশস্ত্র না হয়ে হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার আবেদনটি অনুমোদন করা উচিত ছিল না। [আনুচ্ছেদ ২২ এবং ৩১][৭০৩-ডী-জি; ৭০৫-জি-এইচ]

হিমাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন _ ওয়াই. মুকেশ ঠাকুর & আনআর. (২০১০) ৬ এসসিসি ৭৫৯: [২০১০] ৭ এস. সি. আর ১৮৯; প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব বনাম চেয়ারম্যান, বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পাটনা ও অন্যান্য (২০০৪) ৬ এস. সি. সি ৭১৪: [২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৭২; সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থ্রু সেক্রেটারি, অল ইন্ডিয়া প্রি-মেডিকেল/প্রি-ডেন্টাল এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন এবং অন্যান্য বনাম খুশবু শ্রীবাস্তব ও অন্যান্যরা। (২০১৪) ১৪ এস. সি. সি ৫২৩:১২০১১] ১০ এস. সি. আর ২৮৬-এর উপর নির্ভরশীল।

কে. রাজামৌলি বনাম এ.ভি.কে.এন. স্বামী (২০০১) ৫ এস. সি. সি ৩৭: [২০০১] ৩ এস. সি. আর ৪৭৩; রন বিজয় সিং ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৮) ২ এস. সি. সি ৩৫৭: [২০১৭] ১২ এস. সি. আর ৯৫ ৩; গঙ্গাধর পালো বনাম রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা ও আন. (২০১১) ৪ এস. সি. সি ৬০২: [২০১১] ৩ এস. সি. আর ৭৪৬; ভি. এস. অচ্যুতান বনাম মুকেশ ঠাকুর (২০১০) ৬ এস. সি. সি. ৭৫৯; ৭ . এর চেয়ারম্যান এবং আনার বনাম রাহুল সিং ও আনারের মাধ্যমে। [২০১৮] এস. সি. আর. ২৮; সালেম আইনজীবী আইনজীবী সমিতির মামলা (২০০৫) ৬ এস. সি. সি. ৩৪৪: [২০০৫] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৯২৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

[২০০১] ৩ এস. সি. আর ৪৭৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৫
[২০০৪] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ৩৭২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৭] ১২ এস. সি. আর ৯৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১১] ৩ এস. সি. আর ৭৪৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১০] ৭ এস. সি. আর ১৮৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৪
[২০১১] ১০ এস. সি. আর ২৮৬	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০১৭] ১২ এস. সি. আর ৯৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০১৮] এস. সি. আর ২৮	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০৫] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৯২৯	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ২৫

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ এর দেওয়ানী আপিল নং ১২৬৪।

গুয়াহাটির গুয়াহাটি হাইকোর্টের রিভিউ পিটিশন নং ২১/২০১৮-এর ১৯.০৩.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

নরেশ কে. শর্মা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

প্রতিপক্ষদের পক্ষে শ্রীমতী উর্মিলা সিরুর, কবির শঙ্কর বোস, সুবোদীপ রায়, পি. আই. জোস, শ্রীমতী পি. এস. চন্দ্রলেখা, দীনেশ কে. গর্গ, অভিষেক গর্গ, ধনঞ্জয় আর গর্গ, দীপক মিশ্র, আইনজীবীরা।

তীর্থ সারথি মুখার্জি, ব্যক্তিগতভাবে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি

১. বিশেষ অনুমতি দ্বারা আপিলটি ২০১৮ সালের রিভিউ পিটিশন নং ২-এ গুয়াহাটি হাইকোর্টের তারিখের ১৯.০৩.২০১৮ দ্বারা গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। বিতর্কিত আদেশ দ্বারা, তাঁর রিট পিটিশন খারিজ করার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ নং ১ দ্বারা দায়ের করা রিভিউ পিটিশনটি অনুমোদিত হয়েছে এবং আদালত ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিসে গ্রেড-১ পদে নির্বাচনের বিষয়ে তাঁর উত্তরপত্রগুলির পুনর্মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছে।

২. ১৮.০১.২০১১ তারিখের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিসে গ্রেড-১ হিসাবে নিয়োগের জন্য আইনজীবীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। ৩টি শূন্যপদ অবহিত করা হয়েছিল। বিজ্ঞাপন অনুসারে, প্রতিপক্ষ নং. ১ ১২.০৬.২০১১-এ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ফলাফলগুলি ২৪.০৬.২০১১-এ ঘোষণা করা হয়েছিল। আবেদনকারীকে অন্যান্য ১৬ জন প্রার্থী সহ যোগ্য হিসাবে দেখানো হয়েছিল। মূল পরীক্ষাটি ৩০.০৭.২০১১ এবং ৩১.০৭.২০১১-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লিখিত পরীক্ষায় ৩ টি কাগজপত্র ছিল। মূল পরীক্ষার ফলাফল ২৯.০৯.২০১১-এ ঘোষণা করা হয়েছিল যাতে প্রতিপক্ষ নং।। যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৫-এর অধীনে প্রকাশ নম্বর চেয়েছিলেন। তবে, তাকে ০১.১১.২০১১-এ তার উত্তরপত্র পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিপক্ষ নং ১-এর ক্ষেত্রে কিছু সঠিক উত্তর ভুল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ৩০০-এর মধ্যে ১৭৫ নম্বর পেয়েছেন। সুতরাং, ৬০ শতাংশ প্রয়োজনীয়তা থাকায় তিনি সাক্ষাৎকারের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ৫ নম্বর কম ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের ১৮০৯ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যাতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পেপারে তাঁর উত্তরপত্রগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা হয় এবং তাঁকে সাক্ষাৎকারের যোগ্য বলে ঘোষণা করা সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনটি ১২.১২.২০১২-এ খারিজ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ এই আদালতে বিশেষ অনুমতি পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা ২৩.০৭.২০১৩-এ খারিজ হয়ে যায়। এরপরেই তিনি রিভিউ পিটিশন দায়ের করেন। রিভিউ পিটিশনে, হাইকোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে ২০০৩ সালের বিধিমালা অনুযায়ী, যা আপাতদৃষ্টিতে পরীক্ষা পরিচালনা পরিচালনা পরিচালনা করে, উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান নেই। তবে, এটি পাওয়া গেছে যে পুনর্মূল্যায়নের বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই যদি এটি কোনও পেটেন্ট ত্রুটি খুঁজে পায়। এর মধ্যে সঠিক উত্তরের জন্য কোনও নম্বর না দেওয়া বা সঠিক উত্তরকে ভুল উত্তর হিসাবে বিবেচনা করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আদালত, কোনও সন্দেহ নেই যে এটি মনে রাখতে হবে যে এটি পরীক্ষকের জুতোয় পা রাখতে পারে না এবং সুপার পরীক্ষকের মতো পুনর্মূল্যায়নের অনুশীলন করতে পারে না। তারপরে, নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি প্রদান করা হয়েছেঃ-

"২৫. আমরা আবেদনকারীর উত্তরপত্র/পেপার-১ এবং পেপার-২ উভয়ই পড়েছি। আমাদের কাছে, পেপার-১-এর ৩ (xiii), ২ (xviii) এবং ৩ (xv) প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেওয়া উত্তরগুলি যা ভুল উত্তর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং পেপার-২-এর প্রশ্ন নম্বর ১ (xiv) যার জন্য কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি তার জন্য পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, আমরা যোগ করতে তাড়াতাড়ি করি যে আমরা এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করিনি"।

৩. রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার উপর ভিত্তি করে আবেদনকারীর দ্বারা গঠিত মামলা সম্পর্কে, পেপার-আইএল সম্পর্কিত বিচারের ভিত্তিতে এটি পাওয়া গেছে এবং এটি পেপার-১ এবং ২ সম্পর্কিত প্রতিপক্ষ নং ১-এর অভিযোগের বিচার করেনি, কারণ সম্ভবত এটি প্রতিপক্ষ নং ১ দ্বারা হাইলাইট করা হয়নি। উল্লেখ করে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে আদালত রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছে এবং রায়টি সংশোধন করেছে যার মাধ্যমে রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল এবং আদালত ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে মূল পরীক্ষার পেপার ২ এবং ৩ সম্পর্কিত উত্তরপত্রের স্ক্রিপ্টগুলি পুনরায় মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে, গুয়াহাটি হাইকোর্টের হেফাজতে থাকা উত্তরপত্রগুলি-সিল করা খামে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে প্রেরণ করা হবে।

৪. আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শ এবং ১ নং প্রতিপক্ষর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শ শুনেছি।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলি এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করবেন, রাজামৌলি বনাম এ.ভি.কে.এন. স্বামী ২০০১ (৫) পি এস. সি. সি ৩৭-এ রিপোর্ট করেছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, এটি ১ যুক্তি দিয়েছিল যে এই মামলায় রিভিউ পিটিশনটি রক্ষণযোগ্য ছিল না। এটি এমন কোনও মামলা নয়, যেখানে বিশেষ অনুমতি পিটিশন দায়ের করার আগে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। রিভিউ পিটিশনটি বিশেষ অনুমতি পিটিশন দায়ের করার পরে দায়ের করা হয়েছিল এবং তারপরে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে, রিভিউ পিটিশনটি হাইকোর্টের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত ছিল না, যুক্তিটি চালায়।

৬. দ্বিতীয়ত, তিনি রিভিউ পিটিশন দায়ের করা অত্যধিক বিলম্বের দিকে ইঙ্গিত করবেন যার সাথে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। ২০১৩ সালে বিশেষ অনুমতির আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। এর প্রায় ৫ বছর পরে, বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল। বিজ্ঞ কৌঁসুলি রিট পিটিশনে চূড়ান্ত রায়ের তারিখের পরে শুরু হওয়া নির্বাচনের আকারে পরবর্তী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

৭. তৃতীয়ত, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি উল্লেখ করবেন যে এই আদালত এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছে যা পুনর্মূল্যায়নের আদেশকে ন্যায়সঙ্গত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পুনর্মূল্যায়ন চাওয়ার কোনও অধিকার নেই, যদি না কোনও বিধান থাকে যা কোনও প্রার্থীকে পুনর্মূল্যায়ন

চাওয়ার অধিকার দেয়। স্বীকারযোগ্যভাবে, এই ক্ষেত্রে, এমন কোনও বিধান নেই যা প্রার্থীকে পুনর্মূল্যায়ন চাইতে অধিকার দেয়। এই পরিস্থিতিতে, উচ্চ আদালত পুনর্বিবেচনার আবেদনের অনুমতি দেওয়া এবং কাগজপত্রের পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না। এই প্রসঙ্গে, তিনি এই আদালতের রায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব বনাম বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, পাটনা অন্যান্য ২০০৪ (৬) এসসিসি ৭১৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছিল।

৮. এর বিপরীতে, প্রথম প্রতিপক্ষ উল্লেখ করবেন যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে পরীক্ষক তাঁর দেওয়া সঠিক উত্তরগুলির জন্য তাঁকে নম্বর দেননি এবং তাঁর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তা খুঁজে পেয়ে হাইকোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। প্রতিপক্ষ নং ১-এর বিদ্বান কৌঁসুলি ২০১৮ (২) এস. সি. সি ৩৫৭-এ রিপোর্ট করা রণ বিজয় সিং ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় এই আদালতের রায়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

> "৩০.২ যদি কোনও পরীক্ষা পরিচালনাকারী কোনও আইন, বিধি বা প্রবিধান কোনও উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন বা তদন্তের অনুমতি না দেয় (যা এটি নিষিদ্ধ করার থেকে আলাদা) তবে আদালত পুনরায় মূল্যায়ন বা তদন্তের অনুমতি দিতে পারে যদি এটি খুব স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়, কোনও "যুক্তির অনুমানমূলক প্রক্রিয়া বা যৌক্তিককরণের প্রক্রিয়া" ছাড়াই এবং কেবল বিরল বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যে কোনও বস্তুগত ত্রুটি করা হয়েছে।"

৯. প্রকৃতপক্ষে, আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত প্রতিপক্ষ নং ১-কে তাঁর অনুরোধে জমা দেওয়ার অনুমতিও দিয়েছিলাম। তিনি তথ্যের উপর জোর দিতেন এবং কীভাবে তিনি গুরুতর অবিচারের শিকার হয়েছেন, যেখানে তিনি প্রাপ্য ছিলেন সেখানে নম্বর না দেওয়ার ক্ষেত্রে করা স্পষ্ট ভুলের ফলস্বরূপ।

১০. প্রথম প্রশ্নটি আমাদের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমাদের এই ভিত্তিতে আপিলের অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা যে এটি এমন একটি মামলা যেখানে স্পেশাল লিভ পিটিশন খারিজ হওয়ার পরে রিভিউ পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। কোনও সন্দেহ নেই, কে রাজামৌলি বনাম এ. ভি. কে. এন. স্বামী ২০০১ (৫) এস. সি. সি ৩৭-এ রিপোর্ট করেছিলেন, আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপঃ-

> "৪. কুনহায়াম্মেদ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (উল্লিখিত) সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আমরা মনে করি যে, উচ্চ আদালতের প্রধান রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদনের খারিজ হওয়া, যদি রিভিউ আবেদনের আগে উচ্চ আদালতের প্রধান রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদন করা হয়ে থাকে, তবে সেটি রেস জুডিকেটা (পূর্ব সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত) হিসেবে

বিবেচিত হবে না, তবে ভিন্ন পরিস্থিতি হবে, যদি প্রধান রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ হওয়ার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে রিভিউ আবেদন করা হয়, এই যুক্তিতে যে আবেদনকারী বিশেষ অনুমতি আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করছিল। এমন পরিস্থিতিতে রিভিউ আবেদন দাখিল করা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হবে।".....

১১. তবে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে গঙ্গাধারা পালো বনাম রেভিনিউ ডিভিশনাল অফিসার ও অন্যরা (২০১১ [৪] এসসিসি ৬০২ মামলার রায়ে একটি ভিন্ন মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল। উক্ত রায়ে, দুইজন মাননীয় বিচারপতির বেঞ্চ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন:

"১০. আমরা উপরোক্ত রায়ের এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ৪টি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছি। এতে যা লক্ষ্য করা গেছে তা হল বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ হওয়ার পরে যদি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি হাইকোর্টে দায়ের করা হয়, তবে" এটি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের অবমাননা হিসাবে বিবেচিত হবে। "আমাদের মতে, উপরের পর্যবেক্ষণগুলিকে নজির হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। আমরা মুখোমুখি হতে ভয় পাই না। টি. এম যা দেখতে হবে তা হল একটি আইনি নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে কি না।

আমাদের মুখোমুখি করা হয়েছে কি না, তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"

১২. বিচার বিভাগীয় মতামতের বিভাজন লক্ষ্য করে বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি না যে, বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ হওয়ার পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল বলে আপিলকারীরা স্বস্তির অধিকারী।

১৩. পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে তা হল আদেশের গুণাগুণ সম্পর্কে। প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব মামলায় (সুপ্রা), তিনজন বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চ, প্রকৃতপক্ষে, ১৯৮৪ সালে দুই বিদ্বান বিচারপতির একটি বেঞ্চের রায়কে সমর্থন করার পরে (৪) এস. সি. সি ২৭ নিম্নরূপ নির্দেশ দেয়ঃ-

.....৭. কোনও বিতর্ক নেই যে কমিশনের প্রাসঙ্গিক নিয়মের অধীনে কোনও প্রার্থীকে তার উত্তর-বই পুনরায় মূল্যায়ন করার অধিকার দেওয়ার কোনও বিধান নেই। এমন পরিস্থিতিতে, রিট পিটিশনে আপিলকারীর করা আবেদন সম্পূর্ণরূপে অসমর্থনীয় ছিল এবং বিদ্বান একক বিচারক আবেদনকারীর উত্তর-বইটি পুনরায় মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভুল করেছিলেন।

৮. বিজ্ঞ একক বিচারকের মতো একটি কোর্স গ্রহণ করা ব্যবহারিক সমস্যার জন্ম দেবে। অনেক প্রার্থী একটি সুযোগ নিতে এবং তাদের উত্তরপুস্তকগুলির পুনর্মূল্যায়নের জন্য প্রার্থনা করতে চাইতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই, রিট পিটিশন দাখিল করার সময়

আদালত বিভিন্ন তারিখে আদেশ দেবে। তখন কমিশনকে পৃথক পৃথক প্রার্থীদের অনুলিপি পুনর্মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের কাছে পাঠাতে হবে যা সময় নিতে বাধ্য। কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হওয়ায় চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা অযথা বিলম্বিত হবে এবং শূন্যপদগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য পূরণ করা হবে। যদি কোনও প্রার্থী পুনর্মূল্যায়নে কম নম্বর অর্জন করেন তবে কী হবে? তিনি একটি আবেদন নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন যে মূলত তাকে যে নম্বর দেওয়া হয়েছিল তা বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে স্পষ্ট নিয়মের অভাবে অনেক সমস্যা হতে পারে এবং বৃহত্তর স্বার্থে সেগুলি এড়ানো উচিত।

১৪. হিমাচল প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম মুকেশ ঠাকুর ও অন্যদের মামলায়। ২০১০ (৬) এসসিসি ৭৫৯-এ, দুইজন শিক্ষিত বিচারপতির একটি বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দিয়েছিলেন:-

"২০. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের পক্ষে প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করা জায়েয ছিল না, বিশেষত যখন কমিশন প্রার্থীদের আন্তঃসত্ত্বা যোগ্যতার মূল্যায়ন করেছিল। যদি প্রশ্ন তৈরি বা উত্তরের মূল্যায়নে কোনও অসঙ্গতি থাকে, তবে এটি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত সমস্ত প্রার্থীদের জন্য হতে পারে, কেবল প্রতিপক্ষ ১-এর জন্য নয়। এটি একটি সম্ভাবনার বিষয় যে হাইকোর্ট আইন সম্পর্কিত উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করছিল। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং গণিতের মতো অন্যান্য বিষয় থাকলে আমরা বুঝতে পারি না যে এই জাতীয় কোর্স হাইকোর্ট গ্রহণ করতে পারত কিনা। অতএব, আমরা বিবেচনা করি যে এই জাতীয় কোর্স হাইকোর্টের কাছে অনুমোদিত ছিল না।

(জোর সরবরাহ করা হয়েছে)

এটি আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"২৪. উত্তর বইয়ের পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি আর সমন্বিত নয়। এই বিষয়টি এই আদালত মহারাষ্ট্র রাজ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এন. পরিতোষ ভুপেশকুমার শেঠের (১৯৮৪) ৪ এসসিসি ২৭-তে বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছিল, যেখানে এই আদালত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল যে পুনর্মূল্যায়নের বিধানের অভাবে আদালত এই বিষয়ে একটি নির্দেশনা জারি করতে পারে। আদালত আরও বলেছিল যে, বিধি/বিধিমালায় পুনর্বিবেচনা/যাচাইকরণ/পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা না করা নীতিগত সিদ্ধান্তকেও চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যদি না দেখা যায় যে নীতিটি নিজেই কিছু বিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘন করছে।

১৫. প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব সিদ্ধান্ত/(উপরে উল্লিখিত) উল্লেখ করার পর, এটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছিলঃ-

> "২৬. সুতরাং, এই বিষয়ে আইনটি এমনভাবে উদ্ভূত হয় যে সংবিধিবদ্ধ বিধি/প্রবিধানের অধীনে কোনও বিধানের অভাবে, আদালতের সাধারণত পুনর্মূল্যায়ন নির্দেশ করা উচিত নয়।"

১৬. সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে সচিব বনাম সর্বভারতীয় প্রাক-মেডিকেল/প্রাক-ডেন্টাল প্রবেশিকা পরীক্ষা ও অন্যান্যদের মাধ্যমে ২০১৪ (১৪) এস. সি. সি ৫২৩-তে রিপোর্ট করা হয়, আগের সিদ্ধান্তগুলির পর্যালোচনা করার পরে আবার দুইজন বিদ্বান বিচারকের একটি বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ-

> "৯. আমরা দেখতে পাই যে প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব বনাম বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন; (২০০৪) ৬ এসসিসি ৭১৪ মামলায় এই আদালতের তিন-সদস্যের বেঞ্চ স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে, মহারাষ্ট্র স্টেট বোর্ড অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন বনাম পরিতোষ ভূপেশকুমার শেঠ; (১৯৮৪) ৪ এসসিসি ২৭ মামলার ওপর নির্ভর করে, যে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলিতে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান না থাকলে, পরীক্ষার কোনও প্রার্থী তার প্রাপ্ত নম্বরের পুনর্মূল্যায়নের দাবি বা আবেদন করার অধিকার রাখে না। প্রমোদ কুমার শ্রীবাস্তব বনাম বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন; (২০০৪) ৬ এসসিসি ৭১৪ মামলার এই রায় এই আদালতের আরেকটি তিন-সদস্যের বেঞ্চ দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বনাম প্রবাস রঞ্জন পাণ্ডা; (২০০৪) ১৩ এসসিসি ৩৮৩ মামলায়। যেখানে উচ্চ আদালতের উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ, যা ৯০% বা তার বেশি নম্বর পাওয়া সমস্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, আইনত টেকসই নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, কারণ পরীক্ষা পরিচালনাকারী ওড়িশার বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নিয়মাবলিতে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান ছিল না।"

১৭. অবশেষে, *রণবিজয় সিং ও অন্যরা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যরা* (২০১৮ [২] এসসিসি ৩৫৭) মামলায় আদালত তাদের সিদ্ধান্তগুলি তুলে ধরেন, যার মধ্যে প্যারাগ্রাফ ৩০.২ অন্তর্ভুক্ত। আমরা প্যারাগ্রাফ ৩০.৫-এ উল্লিখিত সিদ্ধান্তটিও উল্লেখ করতে পারি, যা নিম্নরূপ:

> "৩০.৫ সন্দেহের ক্ষেত্রে, পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে পরীক্ষার কর্তৃপক্ষকে সুবিধা দেওয়া উচিত।"

১৮. আমরা এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্য করেছি। নিঃসন্দেহে, তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে যে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধানের অভাবে পুনর্মূল্যায়নের দাবি বা অনুরোধ করার কোনও আইনি অধিকার নেই। নিঃসন্দেহে, কোনও বিধান নেই। প্রকৃতপক্ষে, বিতর্কিত রায়ে হাইকোর্টও উক্ত ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন যা

আমাদের উত্তর দিতে হবে তা হলো: কোনও বিধান না থাকা সত্ত্বেও, আদালতসমূহ কি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীন তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করে পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়েছে? এটা সত্য যে, আইনি অধিকারের অস্তিত্ব এবং প্রতিপক্ষর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের ভিত্তিতে ম্যান্ডামাস-এর রিট চাওয়ার অধিকার জনসাধারণের দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং, অধিকার হিসাবে, এটি স্পষ্ট যে প্রথম প্রতিপক্ষ রিট পিটিশন বা পুনর্বিবেচনার দাবি পুনর্বিবেচনার পিটিশন বজায় রাখতে পারেনি।

১৯. তবে প্রশ্ন ওঠে যে, অধিকার হিসাবে পুনর্মূল্যায়নের দাবি করার কোনও আইনি অধিকার না থাকলেও কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যা আদালতকে কোনও সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনও রিট আবেদনকারীর প্রতি গুরুতর অবিচার ঘটতে পারে। মামলাটি দেখা দিতে পারে যেখানে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান না থাকলেও এটি প্রমাণিত হয় যে সঠিক উত্তর দেওয়ার পরেও কোনও নম্বর দেওয়া হয় না। সন্দেহ নেই যে এটি এমন একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যেখানে উত্তরের সঠিকতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। উপরন্তু, যদি কোনও সন্দেহ থাকে তবে সন্দেহটি প্রার্থীর পক্ষে না হয়ে পরীক্ষা সংস্থার পক্ষে সমাধান করা উচিত। অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে ব্যাপক ক্ষমতা অব্যাহত থাকতে পারে, যদিও এমন পরিস্থিতিতে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান নেই যেখানে কোনও প্রার্থী সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও এবং যার সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও থাকতে পারে না, তাকে ভুল উত্তর দেওয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং ফলস্বরূপ প্রার্থীকে কোনও নম্বরের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

২০. দ্বিতীয় পরিস্থিতিটি যদি রিট কোর্টের সামনে উপস্থিত থাকে, তা হলে রিট আদালত কি তার ক্ষমতার বিশাল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও অসহায় হয়ে পড়তে পারে? এটা বলা এক কথা যে পুনর্মূল্যায়নের বিধানের অনুপস্থিতি প্রার্থীকে অধিকারের বিষয় হিসাবে মূল্যায়নের অধিকার দাবি করতে সক্ষম করবে না এবং অন্যটি বলতে পারে যে কোনও পরিস্থিতিতে যেখানে পুনর্মূল্যায়নের কোনও বিধান নেই সেখানে রিট আদালত তার নিঃসন্দেহে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না? আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে পরিস্থিতি কেবল বিরল এবং ব্যতিক্রমী হতে পারে।

২১. অতএব আমরা রণ বিজয় সিং এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য ২০১৮ (২) এসসিসি ৩৫৭ মামলার রায়ের ৩০.২ নম্বর অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তটিকে কেবল উপরোক্ত প্রেক্ষাপটেই অনুধাবন করব। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ২০১০ (৬) এসসিসি ৭৫৯-এ প্রতিবেদনকৃত ভি.এস. অচ্যুতন বনাম মুকেশ ঠাকুর মামলায়, দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ সমস্ত পূর্ববর্তী নজিরসমূহ পর্যালোচনার পর ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে এই আইনটিকেই প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করেছেন যে, কোনো নির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে আদালতের সাধারণত পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া উচিত নয়।

২২. বর্তমান মামলায় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং পুনর্মূল্যায়ন চেয়ে রিট আবেদনটি দাখিল করা হয়েছিল। উচ্চ আদালত ২০১২ সালে রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন। ২০১৩ সালে বিশেষ অনুমতি পিটিশনটিও খারিজ হয়ে যায়। এর প্রায় ৫ বছর পর পর্যালোচনা আবেদনটি দাখিল করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী সময়ে নতুন নির্বাচন বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটেছে। পর্যালোচনা আবেদন দাখিলে বিলম্বের বিষয়টি ক্ষমা করা হলেও তার অর্থ এই নয় যে, অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে স্বেচ্ছাধীন এখতিয়ার প্রয়োগের সময় আদালত পরবর্তী ঘটনাবলি এবং সময়ের প্রভাব সম্পর্কে অসচেতন থাকবেন। এমনকি এই আদালতের উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম রাহুল সিং মামলায় (যা প্রথম প্রতিবাদীর মতে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপের ভিত্তি ছিল, যদিও তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি), আদালত এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে—কোনো অনুমানমূলক যুক্তি বা যুক্তিকরণ প্রক্রিয়া ছাড়াই যদি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনো বস্তুগত ভুল প্রমাণিত হয়, তবেই কেবল বিরল বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে আদালত পুনর্মূল্যায়নের অনুমতি দিতে পারেন। যখন প্রথম প্রতিবাদী প্রায় ৫ বছর বিলম্ব করে আদালতের শরণাপন্ন হন এবং পরবর্তী ঘটনাবলি তাঁকে ও আদালতকে অতিক্রম করে যায়, তখন এই মামলাটিকে বিরল বা ব্যতিক্রমী মামলা হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নাও হতে পারে। আমাদের মনে হয় উচ্চ আদালত এই দিকটি পুরোপুরি উপলব্ধি করেননি। এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, পর্যালোচনা মানে মূল বিষয়টির পুনরায় শুনানি নয়। কোনো তর্কের অবকাশ ছাড়াই যখন কোনো দৃশ্যমান ভুল ধরা পড়ে, কেবল তখনই পর্যালোচনা আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়। এটি কি তেমন কোনো মামলা ছিল? এখানেই আমাদের আপিলকারীর সেই যুক্তির দিকে নজর দিতে হবে যা কেবল পরীক্ষার তৃতীয় ভাগের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কারণ প্রথম প্রতিবাদী উচ্চ আদালতের কাছে কেবল এই দিকটির ওপর জোর দিয়েছিলেন। রিট আবেদনের ওপর উচ্চ আদালতের রায় আপিলকারীর এই দাবিকে সমর্থন করে বলে মনে হয়। তৃতীয় পত্রের মূল্যায়নে অসঙ্গতি সংক্রান্ত বিষয়টি রায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। উচ্চ আদালতের সেই সিদ্ধান্তটি এই আদালত দ্বারা ক্ষুণ্ন করা হয়নি। তা সত্ত্বেও, উচ্চ আদালত বিতর্কিত রায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্ন সংক্রান্ত আর্জিটি গ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পর্যালোচনা আবেদনটি বিবেচনা করে প্রতিকার প্রদান করেছেন। বর্তমান আপিলটি মঞ্জুর করার জন্য এই কারণটুকুই যথেষ্ট।

এতসব সত্ত্বেও, আমরা বিষয়ের গুণাগুণ বা মেরিট সম্পর্কে আরও কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরব।

২৩. প্রথম প্রতিপক্ষ ৫ নম্বরের কম পেয়েছেন। ২৫ অনুচ্ছেদের বিতর্কিত রায়ে ডিভিশন বেঞ্চ চারটি প্রশ্ন তুলেছে। প্রথম প্রতিপক্ষর দেওয়া ৪টি প্রশ্নের পূর্বোক্ত উত্তরের ভিত্তিতে আদালত তার হস্তক্ষেপের পূর্বাভাস দিয়েছে। যদি আমরা প্রশ্ন ৩ (xiii) নিই, প্রশ্নটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"প্রশ্ন নং-৩(xiii) পত্র-II
অর্ডার XVII, রুল ১ সিপিসি অনুযায়ী মুলতবি কোনও অবস্থাতেই মামলার বিচারকালীন একটি পক্ষকে ৩ বারের বেশি দেওয়া যাবে না। (নির্ধারিত নম্বর - ১)"

২৪. প্রথম প্রতিপক্ষর উত্তর হল যে এটি ভুল কিন্তু তাকে কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি কারণ আপাতদৃষ্টিতে ক্রস সাইন দেওয়া হয়েছে কারণ সে ভুল উত্তর দিয়েছে। অর্ডার XVII রুল ১ নিম্নরূপ পড়েঃ

"১. আদালত সময় দিতে পারে এবং শুনানি স্থগিত করতে পারে-(১) আদালত, যদি যথেষ্ট কারণ দেখানো হয়, মোকদ্দমার যে কোনও পর্যায়ে, পক্ষগুলিকে বা তাদের যে কোনও একটিকে সময় দিতে পারে এবং সময়ে সময়ে লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য মামলার শুনানির সময় নির্ধারণ করতে পারেঃ

শর্ত থাকে যে, মামলাগুলির শুনানির সময় কোনও পক্ষকে এই ধরনের কোনও স্থগিতাদেশ তিনবারের বেশি দেওয়া হবে না।"

২৫. প্রথম প্রতিপক্ষর মামলাটি এই আদালতের সালেম অ্যাডভোকেট্স বার অ্যাসোসিয়েশন মামলা ২০০৫ (৬) এস. সি. সি ৩৪৪-এর রায়ের উপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে যদিও অর্ডার XVII রুলের অধীনে কোনও পক্ষকে বিচারের সময় তিনবারের বেশি স্থগিতাদেশ দেওয়া যায় না, এই আদালত উপরোক্ত রায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে ৩ গুণের বেশি স্থগিতাদেশ দেওয়া যেতে পারে। এটি স্পষ্ট যে অর্ডার XVII রুল ১-এর বিধান অনুসারে, প্রথম প্রতিপক্ষর দেওয়া উত্তরটি ভুল। এটি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে স্থগিতাদেশ ৩ বারের বেশি হতে পারে। যদি আরটি পরীক্ষা সংস্থা অর্ডার XVII রুল ১-এর প্রকৃত বিধানের ভিত্তিতে উত্তরগুলি মূল্যায়ন করতে এগিয়ে যায়, তবে এটি এমন কোনও বিষয় নয় যেখানে বিশেষত পুনর্মূল্যায়নের কোনও অধিকার নেই, আমরা হস্তক্ষেপ করতে রাজি হই। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পিছিয়ে যাব যা পরীক্ষা সংস্থাটি গ্রহণ করত।

২৬. পরবর্তী প্রশ্ন হল প্রশ্ন সংখ্যা ২ (xviii) যা নিম্নরূপঃ

"প্রশ্ন নং-২ (xviii) নং কাগজে-(II) বাদী সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে নির্ধারিত সীমার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে পারেন (মার্ক-১)"।

প্রদত্ত পছন্দগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) মামলা দায়ের করার জন্য,

(খ) আপিল দায়ের করার জন্য,

(গ) উপরের সমস্ত কিছুর জন্য অর্ডার ২১ সিপিসি

(ঘ) এর অধীনে আবেদন দায়ের করার জন্য।

২৭. প্রথম প্রতিপক্ষর অভিযোগ হল যে তিনি উত্তর আর নং বি-তে টিক দিয়েছেন কিন্তু তাকে ক্রস সাইন দেওয়া হয়েছে যার অর্থ তার উত্তর ভুল যেখানে তিনি যুক্তি দেখাবেন যে ক, গ এবং ঘ-এর মতো অন্যান্য সমস্ত উত্তর ভুল ছিল এবং এটি কেবল খ যা সম্ভবত সঠিক হতে পারে।

২৮. আমরা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাব যে প্রথম প্রতিপক্ষর যুক্তিতে ১ নম্বর যোগ্যতা রয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নটি হল নং ২-এর প্রশ্ন নং ৩ (xv)। প্রশ্নটি ছিল "আপিল আদালত কোনও পক্ষকে অতিরিক্ত প্রমাণ পেশ করার অনুমতি দিতে পারে না।" কিন্তু 'ভুল' দেওয়া উত্তরের জন্য। প্রতিপক্ষকে ক্রস সাইন দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি। এখানেও আমরা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাই যে প্রথম প্রতিপক্ষর বৈধ অভিযোগ থাকতে পারে। অবশেষে, ২ নং কাগজে ১ নম্বর প্রশ্ন নং ১ (xiv) রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

"প্রশ্ন নং-১ (xiv) নং কাগজে-(II) বাদী আসামীদের বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেছেন। ১,০০,০০০-মামলাটি প্রমাণ করার জন্য, বাদী তার হিসাব বইয়ে এন্ট্রিগুলি প্রমাণ করেছেন যে বিবাদী উক্ত পরিমাণের (মার্ক-৩) জন্য তার কাছে ঋণী।"

২৯. আবেদনকারীর উত্তরটি নিম্নরূপ বলে মনে হয়ঃ

"দেওয়ানি মামলায়, মামলার সম্ভাবনার প্রাধান্য দ্বারা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু উপরের ক্ষেত্রে, লিখিত বা অর্থের রসিদ প্রমাণিত হয়নি।

সুতরাং, অ্যাকাউন্ট ১ এর বইগুলিতে এন্ট্রিগুলি যথেষ্ট নয়।

৩০. এটা মনে রাখতে হবে যে, এটি কোনও অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন নয়, সর্বোচ্চ নম্বর ৩। যদিও আমরা এই ভিত্তিতে এগিয়ে যাই যে উত্তরটি সঠিক, নম্বর দেওয়া হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ৫টি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর প্রতিপক্ষকে ১ নম্বর দেওয়া হয়েছে, যদিও, সর্বোচ্চ ৩ নম্বর। মনে হবে যে, সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়া শুধুমাত্র উত্তরের সঠিকতার উপর ভিত্তি করে নয়।

৩১. যাইহোক, আমরা আমাদের উপসংহারটি এই ভিত্তিতে রাখতে চাই যে পুনর্মূল্যায়ন প্রদানকারী বিধান দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের সাথে সশস্ত্র না হওয়া এবং আমরা ইতিমধ্যে যে তথ্যগুলি নির্ধারণ করেছি এবং যে কারণগুলি আমরা উল্লেখ করেছি তাতে আমরা মনে করব যে হাইকোর্টের পুনর্বিবেচনার আবেদনটি অনুমোদন করা উচিত ছিল না। আমরা এও লক্ষ্য করতে পারি যে উচ্চ আদালত একদিকে যুক্তি দিয়েছে যে রিট পিটিশনের রায়ে

পত্র-৩ সম্পর্কিত অভিযোগ কভার করা হয়েছিল। তবুও, পত্র-২ এবং পত্র-৩ এর মূল্যায়নের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি সত্য হতে পারে যে পত্র-৩ এর মূল্যায়নের নির্দেশ একটি ভুল ছিল, কিন্তু যদি এটিকে পত্র-১ এবং পত্র-২ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে উচ্চ আদালত তার হস্তক্ষেপ পত্র-২ এর উত্তরের ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। এই পরিস্থিতিতে, আমরা আপিল মঞ্জুর করছি এবং আপিলিত রায় বাতিল করছি। উচ্চ আদালতে দাখিল করা পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ বলে গণ্য হবে। তবে, কোনও খরচের আদেশ থাকবে না।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu